একক ৪৭ ❐ আঞ্চলিক নেতৃত্বের নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি : বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ

গঠন ঃ

৪৭.০ উদ্দেশ্য
৪৭.১ প্রস্তাবনা
৪৭.২ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি
৪৭.৩ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির তাৎপর্য
৪৭.৩.১ ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন
৪৭.৩.২ বম্বে এ্যাসোসিয়েশন
৪৭.৩.৩ মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন
৪৭.৩.৪ তিনটি এ্যাসোসিয়েশনের সাদৃশ্য ও পার্থক্য
৪৭.৪ ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটির প্রভাব
৪৭.৫ মূল্যায়ন
৪৭.৬ অনুশীলনী
৪৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও কাজকর্ম।
- কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা এবং
- এই এ্যাসোসিয়েশনগুলির মূল্যায়নও করতে পারবেন।

৪৭.১ প্রস্তাবনা

ইংরেজ শাসনব্যবস্থা ভারতীয় জনজীবনে যে গভীর পরিবর্তন এনেছিল একথা স্বীকার করতেই হয়। আঠারো শতক থেকেই প্রশাসন, বিচার, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে থাকে এদেশের মানুষের ওপর। এর ফলে, কিছুকালের মধ্যেই ভারতীয় সমাজে জন্মায় একাধিক নতুন গোষ্ঠী যাদের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ স্বতন্ত্র ধরনের। প্রাচীন সমাজের প্রচলিত সম্পর্কগুলোর ভাঙ্গান আরম্ভ হয় ; স্বাভাবিতই আত্মোপলব্ধি ও

আত্মোন্নতির তাগিদে এবং নতুন জীবনযাত্রার বুনিয়াদ শক্তি করার জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন হয় নতুন ধরনের সংগঠনের। এগুলি ঐতিহাসিকদের কাছে associations নামে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়াতেই একাধিক ধর্মীয়, সামাজি ও সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মায়। একই সাথে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ও বিদেশী শাসকের কাছে অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন। এইভাবে আধুনিক ভারতীয়দের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হ'ল। সন্দেহ নেই, এতে সামিল হয়েছিল সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মানুষ—বস্তুত, অভিজাতরাই এই সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠাতা। তবে ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে কেবল শিক্ষিত, সচ্ছল ও রাজনৈতিক সচেতনতাপ্রাপ্ত মানুষই যে এই অগ্রণী ভূমিকা নেবে এটাই স্বাভাবিক। নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। আবার এরাই প্রথম প্রয়াসী হয় আঞ্চলিকতা বর্জন করে প্রাদেশিক স্তরে ও পরে উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের সমধর্মী মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার। অর্থাৎ, উনিশ শতকের প্রথম দিকেই সূচনা হয় সেই প্রক্রিয়ার, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৮৫তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই কারণে, এই সময়কার রাজনৈতিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন ঐতিহাসিকেরা। অধ্যাপক অনিল শীলের ভাষায় : "Associations brought nineteenth century India across the thereshold of modern politics...In India the earliest associations were limited by language and interest, and they drew support from students, or professional men, or landlords, or merchants in a limited geographical area. But the unities imposed by British rule allowed more ambitious organisations to extend beyond that. These were the provincial associations which began to search for ways and means of working together in India as a whole, a trend which culminated in the Indian National Congress."

৪৭.২ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি

ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির (Landholders' Society) পূর্ব পরিচয় জমিন্দার্স এ্যাসেসিয়েশন। (Zamindar's Association)। ঐতিহাসিকেরা একে ভারতে প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেন। সংগঠনের নামই বুঝিয়ে দেয় কারা, কাদের স্বার্থে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত, বাংলা সরকারের নিষ্কর জমি অধিগ্রহণের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ ও লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদের গুজব—এই দুই ছিল এই সংস্থার জন্মের তাৎক্ষণিক কারণ। বাংলার জমিদারেরা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও এই অন্যায্য হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার আশু প্রয়োজনীয়তা নুভব করলে ১৯শে মার্চ ১৮৩৭-এ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করনে রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকলম সেন ও ভবানীচরণ মিত্রের মতো বড় জমিদারেরা। অধ্যাপক সুন্দরলিঙ্গামের ভাষায় : "Stirred into action by the local government's decision to resume rent free lands, whicy was further aggravated by rumous about the abolition of the Permanent

Settlement of 1793, these zamindars recognised the importance of banding together...in the hope that their gain in the countryside could be protectd from what they believed to be arbitary government action."

প্রথম থেকেই এই সংস্থাকে শুধু বাংলার নয়, ভারতের সকল জমিদারের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জমিদারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, আলোচনা-আপাষের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ মেটানো, দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জদমিদারদের আইনী সাহায্য যোগানো, জমিদারদের পক্ষে ক্ষতিকর যাবতীয় নিয়মের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসারে সরকারের কাছে প্রতিবাদ করা ইত্যাদি ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য চিল বলে অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর অন্তত দু' বছর এই সংগঠনের যথেষ্ট তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তিন লম্বর ক্লাইভঘাট স্ট্রীটে স্থাপিত হয় কার্যালয়। মফস্বলের সাথে যোগাযোগ রাখার নিয়মিত চেষ্টা চলে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলীর বিবরণ। জনৈক জন ক্রফার্ডকে (John Crawford) লন্ডনে এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৯-এ লন্ডনে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (British India Soceity) প্রতিষ্ঠা হ'লে তার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং পরে ঐ সংস্থার কর্ণধার জর্জ টমাসনকে (George Thompson) এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য হ'ল এই যে, মূলত জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'লেও ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি সমাজের অন্যান্যদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও দৃষ্টি দেয়। অধ্যাপক মেহরোত্রার মতে : "The Landholders Society was essentially and by its creeds an organisation of zamindars. Most of the representations which it made to the government...were on questions affecting the interests of the zamindars. But the Soceity did not function as a narrowly selfish intest group. Not only did it not claim any exclusive privilege for its constituents, it took up several questions which concerned the welfare of the public at large...." অর্থাৎ, জমিদারেরা নিজেদের জন্য বাড়তি সুবিধা শুধু যে চায়নি তা নয়, তারা এমন অনেক দাবী জানায়, যা গ্রাহ্য হ'লে সমাজের অন্যান্যদেরই লাভ হ'তক। বিচারালয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহারের সপক্ষে, স্ট্যাম্পকর কমানোর দাবীতে, ফৌজদারী মামলার সাক্ষীদের আর্থিক অনুদানের দাবীতে ও মরিশাসে কুলি রপ্তানি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সংস্থা বিভিন্ন সময় সোচ্চার হয়েছিল বলে তিনি দেখিয়েছেন। অধ্যাপক মেহরোত্রার মতে, সমাজের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, উদার মনোভাবাপন্ন শিরোমণিদের এই আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাছাড়া, তাদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণতার যে অভিযোগ একসময় ওঠে সম্ভবত তা ভুল প্রমাণ করারও একটা তাগিদ জমিদারদের ছিল।

তবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রতিষ্ঠার দু'তিন বছর বর থেকেই ল্যান্ডহোল্ডার্স। সোসাইটির উৎসাহ ও উদ্যমে ভাঁটা পড়ে এবং ১৮৪৪ সাল অবধি এই সংস্থা কোনওমতে অস্তিত্ব বজায় রাখে মাত্র। আসলে সরকার দ্বারা নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ বহুদূর বন্ধ হ'লে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হবে না বলে সরকার আশ্বাস দিলে, এইসময় আরেকটি অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপর সংগঠনের (Bengal British India Society, 1843) জন্ম হ'লে এবং ১৮৪০-র দশকে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠলে ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলে অধ্যাপক মেহরোত্রার অভিমত। তাছাড়া, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমাজের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরকা, অধিকাংশ ধনবান জমিদারদের অনীহা, ভারতের পরিবর্তে ইংলন্ডে জনমত গড়ে তোলার অহেতুক অত্যধিক প্রচেষ্টা, সদস্যদের ব্যক্তিগত বিবাদ ইত্যাদিকেও এই সংস্থার জনপ্রিয়া হহ্রাস ও নিষ্ক্রিয়তার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে দরা যেতে পারি।

৪৭.৩ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির তাৎপর্য

ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করেনি, বলাবাহুল্য। তা' সত্ত্বেও রাজনৈতিক থেকে ভারতীয় জমিদারদের এই প্রথম প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে অন্তত এই কারণে যে, ই সংগঠন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ট ও সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতির একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। বিশিষ্ট সমসাময়িক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্য : "It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitunally for their rights and taught them how to manfully assert their claims and give expression to other opinions"। তাছাড়া, এই সংস্থার বহু সদস্য ব্যক্তিগতভাবে প্রধানত মধ্যবিত্তদের দ্বারা গঠিত বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সাথে যোগাযোগ রাখে ও সংগঠনকে সাহায্য করে যায়।

ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির পত্তন বুঝিয়ে দেয় যে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে প্রাচীন সমাজের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় সম্পর্কের চেয়ে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ভারতীয়দের কাছে বেশি না হ'লেও অন্তত সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং স্বার্থরক্ষার খাতিরে তাদের কাছে জরুরী হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় হওয়া। এটাই ারেকবার প্রমাণ হয় উনিশ শতকের মাঝামাজি নাগাদ। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রদত্ত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে ও এশিয়ায় বাণিজ্য করাও বিশেষাধিকার সনদের (Charter) নবীকরণের বছর। এই ধরনের নবীকরণের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতীয় পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে হ'ত। অতএব, সচেতন ও অভিজ্ঞ ভারতীয়রা রাজদরবারে তাদের অভাব-অভিযোগ জাগানোরও এটা উপযুক্ত সময় বলে মনে করল। প্রতিষ্ঠা হ'ল তিন প্রেসিডেন্সীতে তিনটি নতুন সংগঠন : কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (British Indian Association, ২৯শে অক্টোবর ১৮৫১), মাদ্রাজ-এ মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন (Madras Native Association, ১৩ই জুলাই ১৮৫২) ও বোম্বাই-এ বম্বে এ্যাসোসিয়েশন (Bombay Association, ২৬শে আগস্ট ১৮৫২)। পরবর্তী প্রায় দু'দশক এই তিন সংগঠনই ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক অনিল শীলের ভাষায় : "Since the company's charter was due to exprie in 1853, this was the obvious time for Indians to float new political ventures whose petitions to West-minister might influence the legislature in making up their minds. Hence the discussions over the renewal of the charter gave birth to the three associations which were to dominate the politics of Bengal, Bombay and Madras for the next quater of a century." লক্ষ্যণীয় যে, প্রধানত জমিদারদের দ্বারা গঠিত হ'লেও এই সংগঠনগুলির সদস্য হয় সমাজের

অন্যান্যরাও এবং যে আবেদনপত্রগুলি পার্লামেন্টে পেশ হয় তাতে স্থান পায় সকল শ্রেণীর মানুষের অভিযোগ।

৪৭.৩.১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জমিদারদের সাথে যোগ দেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো কলকাতার খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা। প্রশানস ব্যবস্থরা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে জনজীবনের উন্নতি ঘটানো এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা হ'ল ("to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby...ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject country")।

১৮৫২'তে পার্লামেন্টের কাছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পাঠানো প্রতিবেদনের (petition) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপকগ মেহরোত্রা। প্রথমেই ইংরেজ জাতি ও শাসনের প্রতি গভীর আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করা হয়। আর তার সাথে বলা হয় যে, ভারতে কোম্পানির প্রশাসন নীতি ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাবও রাখা হয়। প্রধান কয়েকটি দাবী ছিল দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার (dual government) অবসান, কার্যনির্বাহী (executive) ও আইন বিভাগের (legislature) পৃথকীকরণ, প্রশাসনে ভারতীয়দের নিয়োগ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের ভূমিকা হ্রাস, যোগাযোগ ও সেচব্যবসথার মতো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়বৃদ্ধি, ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিসের উন্মুক্তকরণ, কোম্পানির লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার এবং আবগারী ও স্ট্যাম্প করের বিলুপ্তি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি।

৪৭.৩.২ বম্বে এ্যাসোসিয়েশন

একইভাবে বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাপর্বে সামিল হয়েছিল ঐ অঞ্চলের নানা গোষ্ঠী : হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, পোর্তুগীজ ও পার্শীরা ; ধনবানদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয় এলফিনস্টোন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রমন্ডলী। সদস্যদের চাঁদা ধার্য হ'ল বার্ষিক পঁচিশ টাকা। স্যার জামশেদজী জিজিভাইকে (Sir Jamshedji Jeejeebhoy) প্রদান করা হয় সাম্মানিক সভাপতি পদটি ; সভাপতি নির্বাচিত হলেন জগন্নাথ শঙ্করশেঠ (Jagannath Shankarseth) এবং যুগ্ম-সম্পাদক হন ভাউ দাজি (Bhau Daji) ও বিনায়করাও জগন্নাথজী (Vinayakrao Jagannathji)। সংস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সকল মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি জানা ও দেশের উন্নতির জন্য প্রশাসনের কাছে নিয়মিত প্রস্তাব পেশ করা ("to ascertain the wants of Natives of India living under the Government of this Presidency and represent from time to time, to the authorities, measures calculated to advance the welfare and improvement of the country") স্থির হয় সংগঠনের প্রথম কাজ হবে পার্লামেন্টে চার্টারনবীকরণ নিয়ে আলোচনার সময় প্রতিবেদন পাঠানো।

বোম্বাই'র প্রতিবেদনটি পার্লামেন্ট পেশ হয় নভেম্বর ১৮৫২'এ। কলকাতাবাসীর মতো বোম্বাই'র

নাগরিকরাও ইংরেজ ব্যবস্থার প্রতি তাদের সবিশেষ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করে এবং দ্বৈতশাসনের অবসান, প্রাদেশিক প্রশাসনের স্বাধীনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কোম্পানির শাসনব্যয় হ্রাস, প্রশাসনের আংশিক ভারতীয়করণ, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ছিল বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকটি দাবী।

৪৭.৩.৩ মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

এই সময় মাদ্রাজবাসী প্রথমে কলকাতার সাথে যোগাযোগ রেখে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালালেও এই সম্পর্ক কোনও কারণে ছিন্ন হয় কিছুকালের মধ্যে। অতঃপর বিশিষ্ট দুই নাগরিক গজুলু লক্ষ্মীনারায়সু চেট্টি, (Gazulu Lakshinarasu Chetty) ও সোমসুন্দরম চেট্টিয়ারের (P Somsunaram Chettiar) নেতৃত্বে ও উদ্যোগে মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পৌঁছয় ১৮৫২'র শেষদিকে।

অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন যে, এই প্রতিবেদনের সুর অন্য দু'টির চেয়ে যথেষ্ট চড়া। কলকাতা ও বোম্বাইবাসীর মতো নেতারা ইংরেজের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপনের প্রয়োজনবোধ করেননি, বরং প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর সমালোচনায়। রাজস্বের অত্যধিক হার, রাজস্ব সংগ্রহের কড়াকড়ি, ব্যয়বহুল বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতা, সরকারি জনকল্যাণমূলক কাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে সরকারে অহেতুক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ছিল সমালোচনার বিষয়বস্তু। দাবী করা হয়, বিকল্প ভূমি রাজস্বব্যবস্থার, বাণিজ্যিক ও পেশাগত এবং লবণ করের বিলুপ্তি, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি।

৪৭.৩.৪ তিনটি এ্যাসোসিয়েশনের দাবীর সাদৃশ্য ও পার্থক্য

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রতিবেদন তিনটি পৃথকভাবে পার্লামেন্টে পৌঁছলেও লক্ষ্যণীয় যে, একই ধরনের দাবী তিনটিতেই স্থানপ পায়। এটা অস্বাভাবিক নয় যেহেতু ইতিমদ্যে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছিল উপমহাদেশব্যাপী অভিন্ন এক শাসনব্যবস্থার। প্রাদেশিক প্রশাসন দু'টির স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাদের নীতি ও চরিত্র একই। অতএব, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অভাব-অভিযোগও এক ধরনের। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত অধিকার হরণকারী আইনব্যবস্থা, ব্যয়বহুল প্রশাসনব্যবস্থা, প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব, অনুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, শোষণমূলক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ পুলিশ ও বিচারবিভাগ ইত্যাদি অনেক কিছুর ক্ষতিকর প্রভাব ভারতে সর্বত্র মানুষের ওপর সমানভাবে পড়ে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির কারণে গড়ে ওঠা কয়েকটি গোষ্ঠীর সহমর্মী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলির অভিযোগপত্র অতএব অনিবার্যভাবে এক ধরনের হয়। অধ্যাপক মেহরোত্রার মন্তব্য : "Little surprise, therefore, that thei petitions in 1852 complained of the same things and in almost the same manner."

তবে তিনটি অঞ্চলের পরিস্থিতিগত পার্থক্যের কারণে প্রতিবেদনগুলিতে কিছু হেরফেরও লক্ষ্য করা যায়। যেখানে বাঙালীরা ভারতের সর্বোচ্চ শাসনভাব সংস্কার দাবী করে, সেখানে বোম্বাই ও মাদ্রাজবাসী বেশি করে দাবী করে প্রাদেশিক সরকার দু'টির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। কলকাতা ও মাদ্রাজের

হিন্দুরা সোচ্চার হয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, অথচ নানা ধর্মাবলম্বী মানুষের দ্বার গঠিত বম্বে এ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে নীরব থাকে। কলকাতা ও মাদ্রাজের নজর যতদুর পড়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ত্রুটির ওপর ততদুর বোম্বাই-এর নয়। অধ্যাপক মেহরোত্রা এমনও মন্তব্য করেছেন যে, তিনটি প্রেসিডেন্সীর রাজনৈতিক সচেতনার স্তভেদ এবং মুখ্য প্রতিবেদনকারীদের চরিত্র, ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে আবেদনপত্রগুলিতে : "The able and ambitious petiton of the British Indian Asosciation reflected the advanced political consciousness of Calcutta. The short and sober petiton from Bombay bare testimony to the practicalenss of the local population while the length and bitterness of the Madres petion were due as much to its intrepid draftsmen—Lakshminarasu Chetty and Hareley—as to the genuiness of its many complaints."

বলা বাহুল্য, ১৮৫৩'তে ভারতীয়দের কোনও দাবীই মানেনি ব্রিটিশ সরকার। বস্তুত, ১৭৭৩ থেকে আরম্ভ করে ১৮৫৩ অবধি রচিত বিভিন্ন পার্লামেন্টারী আইনের মুখ্য উদ্দেস্য ছিল (শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে) ভারতের শাসন ও শোষণের উপায় নির্ধারণ করা, ভারতীয়দের অধিকার দান নয়। তাই ১৮৫৩'তে যথারীতি আইনসভাগুলোয় ভারতীয়দের কোনও স্থান হ'ল না, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন এল না, সিভিল সার্ভিস সংরক্ষিত থাকলে ইংরেজদের জন্য, জনকল্যাণমূলক কাজের বিস্তারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হ'ল না, অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রশাসনকে জনমুখী করে তোলার কোনও ইচ্ছাই দেখা গেল না। ইংলন্ডে ও ভারতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় স্যর চার্লস উডের ইন্ডিয়া বিলের (Sir Charles Wood's India Bill) সমালোচনা ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত থেকে পাঠানো একাধিক প্রতিবাদপত্র পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল। অন্যদিকে, একথাও ভুললে চলবে না যে, কোম্পানির চার্টারের নবীকরণ ভারতীয়দের জন্য যে সুযোগের জন্ম দেয় তার যথাযথ ব্যবহারও তারা এই সময় করতে পারেনি। প্রয়োজন ছিল দেশব্যাপী সংঘবদ্ধ প্রয়াসের, অথচ সদিচ্ছা ও কিছুদূর তৎপরতা দেখানো ছাড়া ভারতীয়রা আর বিশেষ কিছুই করেনি। কলকাতা ও বোম্বাই-এর মধ্যে এই সময় যোগাযোগ হ'লেও মাদ্রাজের বিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ে বিশেষভাবে। পৃথকভাবে পৌঁছনো প্রতিবেদনগুলি পার্লামেন্টের কাছে সেই গুরুত্ব পেল না, যা হয়তো সম্মিলিতভাবে পাঠানো একটি প্রতিবেদন পেত। ১৮৫৩'য় ভারতীয়দের ব্যর্থতার এটা একটা সম্ভাব্য কারণ বলে অধ্যাপক মেহরোত্রা'র অভিমত : "The first major effort in India to achieve inter-provincial co-operation in political agitation had failed. Perhaps it was premature. But a long time was to elapse before it was made again."

৪৭.৪ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রভাব

১৮৭০'র দশক অবধি জমিদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি সংগঠন ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থেকে যায়। এই সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ও পরিবর্তন ঘটে যায় এবং স্বভাবতই ভারতীয় সমাজের শিরোমণিরা এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ হারাতে চায় না। তবে, ১৮৪৩'র আগে আগে তাদের মধ্যে যে ধরনের সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল

পরে তা আর দেখতে পাওয়া যায় না। এমন নয় যে তারা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তবে উত্তরোত্তর তারা গুরত্ব ও জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। ১৮৬০'র শেষভাবে এই তিনটি সংগটনের মৃতপ্রায় দশা হ'লে তাদের স্থান নেয় এক নতুন শ্রেণী ও প্রজন্মের নেতৃত্ব।

রাজনীতিতে প্রথমেই পিছিয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের অভিজাতরা। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ অবধি মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন যথেষ্ট সক্রিয় থাকে। অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন যে, তার প্রদান কারণ এই যে, ম্দ্রাজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজস্বসংগ্রহ সংক্রান্ত অত্যাচারের যে অভিযোগ এই সংগঠন করে তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গুরুত্ব পায় এবং এই অভিযোগের বৈধতা নিরূপণের জন্য ভারতে পাঠানো ইংরেজ কর্মচারীর মোকাবিলা করতে হয় সংগঠনকে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হ'লে মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়, যদিও এই ঘটনার ফলে স্তানীয় সরকারের কাছে দ্রুত অপ্রিয়ও হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণের কার্যক্রমের বিরোধিতা করা এরপর এই সংগঠনের প্রধান কাড হয়ে দাড়ায় বলে অধ্যাপক নীল দেখিয়েছেন। ১৮৬৮'তে লক্ষ্মীনারসু চেট্টির মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সংগঠনও কার্যত বিহলুপ্ত হয়। অন্য দু'টি প্রেসিডেন্সীর সাথে মাদ্রাজের পার্থকর্য তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমাজের ধনবানদের মধ্যে চেট্টির স্থান নেওয়ার যেমন কোনও উপযুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় না, তেমনই মাদ্রাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও যোগাতে পারে না বিকল্প নেতৃত্ব। ১৮৬০ ও ১৮৭০'র শেষে এখানে শিক্ষার কিছুদূর বিস্তার হ'লেও, শিক্ষকতা, ওকালতি ও সাংবাদিকতার মতো স্বাধীন বৃত্তিগুলি বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না সুযোগের অভাবে। অধিকংশ শিক্ষিতরা যায় সরকারি চাকরীতে। অতএহব, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তার নিতান্তই অভাব দেখা গেল। এই সময় এখানে অসংখ্য নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়, যেগুলির সাথে রাজনীতির সামান্যই সম্পর্ক ছিল।

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে পশ্চিম ভারতের রাজনীতির ওপর। অধ্যাপক নীল ও অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন যে, এই সময় বোম্বাই-এর একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ওঠায় তারা ব্যস্ত থাকে প্রধানত নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে। এপর পরে পরে মার্কিন গৃহযুদেধর কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় তুলোর চাহিদা বাড়লে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না ব্যবসায়ীরা। যেহেতু এদের অনেকেই ছিল বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, সেহেতু ব্যবসাক্ষেত্রে এদের ব্যস্ততা একটা অতিরিক্ত কারণ সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তার। আবার ১৮৬৫ নাগাদ তুলোর চাহিদা আকস্মিকভাবে কমে গেলে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংগঠনের বহু সদস্য। ইতিমধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও আরম্ভ হয়ে গেছিল সংগঠনের মধ্যে। দুই প্রজন্মের নেতৃত্বের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য চরমে পৌঁছয় ১৮৫৯'র লাইসেন্স বিলকে (License Bill) কেন্দ্র করে। বিভিন্ন স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবসার ওপর বোম্বাই পৌরসভার প্রসাতিবত কর আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরন নিয়ে সদস্যদের মধ্যে চরম মতপার্থক্য দেখা দেয়। ভাউ দাজির মতো করিৎকর্মা ব্যক্তির নেতৃত্বে কমবয়সী সদস্যরা একযোগে এ্যাসিসেয়েশনের সবা ত্যাগ করে। এরপর প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে দু'টি পৃথক প্রতিবেদন পৌঁছয় সরকারের কাছে। এই বিভাজনের পরে সংগটনের নিষ্ক্রিয়তা বাড়ে এবং ১৮৬৫'তে সভাপতি জগন্নাথ

শঙ্করশেঠের মৃত্যুর পর তা আরও প্রকট হয়। বছর দুই পরে সংগঠনের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা তেমন সফল হ'তে পারে না প্রধানত দুটো করাণে : কমবয়সী সদস্যদের দ্বারা একটি বিরোধী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন (Western Indian Asosociation, 1873) এবং পুনা সর্বজনিক সভার (Poona Sarvajanik Sabha, প্রথমে ১৮৭৬'এ ও আবার ১৮৭০'এ) প্রতিষ্ঠা। বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের অবক্ষয় এবং বিরোধী দু:টি সংগঠনের জন্ম বস্তুত পশ্চিম ভারতীয় সমাজে গভীর পরিবর্তনের আভাস দেয়। প্রথম সংগঠনটির কর্মকর্তারা চিনেল বর্ষীয়ান, ধনবান ও আপানাপন পেশায় সফল ও ব্যস্ত। রাজনীতি যে ধরনের মনোযোগ ও সময় দাবী করে তা' তাদের পক্ষে দেওয়া সহজ ছিল না। আর ঠিক এটাই তাদের কাছে উত্তরোত্তর বেশি করে দাবী করছিল অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা। আসলে এই সময় এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রতিষ্টিত নেতযৃকতত্ব ইংরেজ ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান ছিল অছ যত অন্য দল চাইছিল এর বিরুদেধ ব্যাপক ও তীব্রতর আন্দোলন। অপরিচিত ও অনিসি্চত পথে যখন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব পা বাড়াতে দ্বিধা করল, তখনই পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা।

পূর্বভারতের সমাজেও একই ধরনের পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৭':র পর দ্রুতগতিতে বিস্তার ঘটতে থাকে প্রশানস ব্যবস্থার, যার সাথে তাল মেরায় শিক্ষারক প্রসার। বাঙ্গালী সমাজে শিক্ষিতদের সংখ্যা, প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়তে থাকে এর ফলে। অর্থাৎ তৈরি হয় এদের নেতৃত্বে এক নতুন ধরনের সর্বভারতীয় রাজনীতির ভিত্তিভূমি। এটা ঠিক যে, ব্রিটিশ ইনিন্ডয়ান এ্যাসেসিয়েশনের অভিজাত প্রতিষ্ঠিাতার সমাজে অঅন্যান্যদেরে স্বাগত জানায় এবং তাদের দাবীকেও বরাবর যথেষ্ট গুরুত্দ দেয়। অধ্যাপক শীল দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৩'র পরেও এই সংগঠন আইনসভা ও সিভিল সার্ভিসের পরিবর্তন দাবী করে যায় নিয়মিতভাবে। ১৮৫৪'তে কলকাতা পৌরসভা বিলের সমালোচনা করে, চিরস্থায়ী বন্দোবসত্রে বিস্তার দাবী করে, ১৮৫৫'তে লবণের একচেটিয়া করাবারের বিলুপ্তি চায়, নীলবিদ্রোহের কারণ নির্ধারণের জন্য দাবী জনায় কমিশনের এবং ১৮৬৯'এ ভারতীয় বিবাহবিষয়ক বিলের বিরোধিতা করে। কিন্কু, সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নতুন চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলা কিছুদিনের মধ্যেই অসম্ভব হয়ে উঠল। মধ্যবিত্তদের সংখ্যা ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রদেশব্যাপী যোগাযোগ বাড়ছিল এবং তাদের মধ্যে বাড়ছিল উপযুক্ত এক সংগঠনের দাবীও। প্রথমে তারা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসেসিয়েশনের দিকেই তাকায় পথনির্দেশের জন্য ; অথচ জমিদারদের মধ্যে সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তোলার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। ১৮৫০'র দশকের শেষদিকে সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে (বাৎসরিক ৫০ টাকা চংাদার হার মধ্যবিত্তকে আকর্ষণ করবে নাা এটাও ঠিক) এবং সংগঠনের অস্তিত্ব বজায়. রাখার দায়িত্ব বর্তায় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামনাথ ঠাকুরের মত কয়েকজন প্রৌঢ়ের ওপক। মেদের রক্ষণশীলতাও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল ইতিমধ্যে। ১৮৫০'র দশক থেকে বৃদ্ধি পাওয়া কৃষক অসন্তোষ সরকারকে বাধ্য করে এদের প্রতি দৃষ্টি দিতে। এর ফলে জমিদারদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়আন এ্যাসোসিয়েশনের শ্রেণীচরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যখন সংগঠনের একমাত্র কাজ

হয়ে দাঁড়ায় জদমিদারী স্বার্থরক্ষার আন্দোলন করা। অতএব, এদের কাছ থেকে সরে যায়ো ছাড়া মধ্যবিত্তদের আর কোনও উপায় থাকে না। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫'এ ইন্ডিয়ান লীগ (Indian League) ও ১৮৭৬'এ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (Indian Association)। অধ্যাপক শীলের ভাষায় : "The glaring self-interest of the British Indian Association helped to bring a number of rival associations into being in Calcutta."

৪৭.৫ মূল্যায়ন

আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির পথিকৃতের সম্মান দিতে হয় জমিদারদের। ১৮৩০'র দশকের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে ১৮৭০'র দশকের প্রথম দিক অবধি দেশবাসীকে তারাই দেয় নেতৃত্ব। ১৮৭০'র দশকে মধ্যবিত্তদের নিজস্ব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হ'লে অবশেষে অভিজাতরা গুরুত্ব হারায়। আধুনিক ভারতীয় রাজনীতিতে এই ধরনের পালাবদল একাধিকবার দেখা গেছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিস্তারের সাথে সাথে ভারতীয় জাতিগঠনের প্রক্রিয়াটিও তাল মিলিয়ে চলে। উনিশ শতকের গোড়াতেই উপমহাদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ এখানে রাজনৈতিক ঐক্য এনে দেয়। কিন্তু জাতিগঠন বলতে যদি উত্তরোত্তর বেশিসংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি বোঝায় তাহলে মানতেই হয় এই দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের পরেও চলতে থাকে। বিশেষ এক পরিস্থিতিতে ভারতীয় জমিদারেরা সমাজের কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল। অথচ কিছুকাল পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় জমিদারেরা নেতৃত্বভার তুলে দিতে বাধ্য হয় মধ্যবিত্তদের হাতে। পরিস্থিতির পরিবর্তন কিন্তু বজায় থাকে এবং পরবর্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, একই ব্যর্থতার দরুন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ঘটে পালাবদল। মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের নেতৃত্ব রক্ষণশীলতা ও অত্যধিক সাবধানতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হ'লে তার জায়গা নেয় অপর একটি অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী দল। তার মানে এই নয় যে, প্রথমদিকের রাজনৈতিক প্রয়াসগুলিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মানতে হবে। তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জনই একমাত্র সাফল্য নয়। প্রাথমিক প্রয়াস প্রায়শই চমকপ্রদ সাফল্যলাভ করতে ব্যর্থ হয়। তবে এর তাৎপর্য বিচার করতে হ'লে সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করতে হয় আর চিন্তা করতে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথিকৃতরা কি শিক্ষা রেখে যায়. এইভাবে চিন্তা করলে ভারতীয় জমিদারদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের তাৎপর্য বোঝা যায়। না মেনে উপায় নেই যে, তাদের দাবীগুলি ছিল নেহাৎই সাদামাটা গোছের, তাদের শান্তিপূর্ন ও সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতি সমসাময়িক অনেকেরই চিত্ত আকর্ষণ করেনি এবং তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল যথেষ্ট। তবে ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের সংগঠনের নিছক অস্তিত্বই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মেনেছেন। আসলে, আধুনিক ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল জমিদারদের এই সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়ে। তাই তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা

পরবর্তীকালের ভারতীয় রাজনীতির ভিত্তি হ'তে পারে। অধ্যাপক শীলের ভাষায় : "Transecding the ties of family, casete, religion and locality and surviving their random beginnings, these associations were the fist over sing of a social and political revolution in the sub-continent."

৪৭.৬ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ১৯ শতকে ভারতীয় অভিজাতদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন ও তার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে ১৯ শতকের জমিদারী সংগঠনগুলির তাৎপর্য আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির কার্যাবলীর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। ১৯ শতকের ভারতীয় জমিদারী সংগঠনগুলির অবসানের কারণ কি ?

৩। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার কারণ, কার্যাবলী ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। ভারতের প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম কি ও কবে তার জন্ম হয় ?

৫। ১৮৫৩'য় ভারতে যে তিনটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয় সেগুলির নাম কি ?

৬। ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠার তাৎক্ষণিক কারণ কি ?

৭। ১৮৩৫'য় ভারতীয়রা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে কি দাবী জানায় ?

৪৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. S. R. Mehrotra : *The Emergence of the Indian National Congress,* Delhi, 1971.
2. A. Seal : *The Emergence of Indian Nationalism, Cometitoon and Collaboration in later Ninteenth Century.* Cambridge, 1968.
3. R. Sunthralingram : *Indian Nationalism. A Historical Analysis,* Delhi, 1983.